গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা

সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সভাপতিত্বে এ বিভাগের অনুবিভাগ প্রধান, আওতাধীন অধিদপ্তর সমূহের মহাপরিচালকগণ ও মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ সমন্বয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	শেখ ইউসুফ হারুন সচিব স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেল কক্ষ
তারিখ	:	২৭.১১.২০১৯ খ্রি:
সময়	:	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা

(উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক)

সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত অনুবিভাগ প্রধান, মহাপরিচালকগণ, ও মেডিকেল কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ-কে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এ ধরনের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানগণ এ বিষয়ে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়নি। এ সভাটি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদানসহ সভার এজেন্ডাভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষে সভার সকলের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP) প্রণয়ন।	২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেটকে অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ০৪ টি সমান কিস্তিতে বিভক্ত করে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া বরাদ্দকৃত বাজেটের ৩০% ১ম কোয়ার্টারে, ৬০% ২য় কোয়ার্টারে, ৯০% ৩য় কোয়ার্টারে এবং ৪র্থ কোয়ার্টারে অবশিষ্ঠ ১০% অর্থ খরচ করার পরিকল্পনা বছরের শুরুতে গ্রহণ করতে হবে।	বরাদ্দকৃত বাজেটের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP) প্রণয়ন এবং কোয়ার্টারভিত্তিক পুঞ্জীভূত ব্যয় সম্পন্ন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপলোড /প্রকাশ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল
২।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ১১ এবং পাললিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (২০০৮ সনের ২১ নম্বর এসআরও) এর বিধি ১৫ অনুযায়ী উন্নয়ন এবং রাজস্ব বাজেটের ক্রয় আইটেমভিত্তিক পৃথক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়নের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত আইনের তফসিল ৫ এর অংশ-গ, অংশ ঘ, অংশ ঙ অনুসারে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আহবান করা হয়।	উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল

৩	কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় (NTR) ও ই-চালানের মাধ্যমে জমাদান।	Treasury Single Account (TSA) নিয়মানুসারে রাজস্বভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ও ব্যয় প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিল হতে সম্পাদিত হওয়া সাংবাধনিক ম্যান্ডেট রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৪ (১) অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সকল আয়-ব্যয় "সংযুক্ত তহবিল" এর বিধানের আলোকে সকল প্রকার ইউজার ফি, কমিশন, নিলামকৃত সম্পত্তির বিক্রিয়কৃত অর্থ ই-চালানের মাধ্যমে দ্রুত জমা প্রদানের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।	সরকারের সকল প্রকার আদায়কৃত অর্থ ই-চালানের মাধ্যমে জমাদান করতে হবে এবং মাসিক ভিত্তিতে কর বহির্ভূত রাজস্ব (NTR) প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অনুবিভাগ/ বাস্ত অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল
৪।	ইউটিলিটি বিল পরিশোধ।	এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বির্দ্যুৎ বিল, পানির বিল, পৌর কর, ভূমি উন্নয়ন কর, গ্যাস বিল, টেলিফোন বিল, জ্বালানী বিল ইত্যাদি ইউটিলিটি বিল বাজেট বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধির জন্য দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পূর্ববর্তী বছরের কোন বকেয়া বিল থাকলে অবিলম্বে চাহিদা প্রেরণ করে তা সংশোধিত বাজেটের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তবে বির্দ্যুৎ বিল, পৌর কর ও টেলিফোন বিল অস্বাভাবিক পরিমাণ হলে যথাযথ আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার আইন অনুসরণে আপিল দায়ের করার ধারাসমূহ উল্লেখ করে পৃথক চিঠি প্রেরণ করতে হবে।	সকল প্রকার ইউটিলিটি বিল নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। কোন ধরনের বকেয়া বিল রাখা যাবেনা। স্থানীয় সরকার বডিসমূহের আরোপিত অতিরিক্ত কর মওকুফের জন্য আপিল সংক্রান্ত ধারা উল্লেখ করে অফিসপ্রধানদের পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল
৫।	অতিরিক্ত বাজেট চাহিদা।	চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিগত ০৫ মাসের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক / খাতভিত্তিক প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনাপুর্বক প্রয়োজন অনুযায়ি অতিরিক্ত বাজেট চাহিদা সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অতিরিক্ত চাহিদার যৌক্তিক কারণ ও প্রমাণক ছাড়া অতিরিক্ত বাজেট চাহিদা না প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রয়োজন অনুযায়ী আগামী ১৫ দিনের মধ্যে যৌক্তিক কারণ বর্ণনা ও প্রমাণকসহ খাতভিত্তিক অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল
৬।	বাজেট বাস্তবায়ন হার বৃদ্ধির কৌশল।	বাজেটের বাস্তবায়ন হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যয়, প্রশিক্ষণ ব্যয়, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ এবং মূলধনি যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবানের জন্য অর্থবছরের শুরুতেই তৎপর হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।	বাজেটের কোয়ার্টারভিত্তিক বরাদ্দের সাথে বাজেট বাস্তবায়ন হার বৃদ্ধির তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল

৭।	২০২০-২১ সালের বাজেট প্রস্তুতকরণ।	চলতি অর্থবছরে প্রথম প্রান্তিকে প্রকৃত ব্যয় এবং গত সমাপ্ত অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে ২০২০-২১ সালের বাজেট প্রস্তুতির কাজ শুরু করার জন্য আহ্বান করা হয়।	বাজেট কল সার্কুলার অনুযায়ি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০২০-২১ সালের প্রণয়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল
৮।	বাজেট কন্ট্রোল রেজিষ্ট্রার চালুকরণ।	প্রত্যেক ব্যয়কারী ইউনিট/ বাজেট ইউনিটে সুনির্দিষ্ট ফরমাটে বাজেট কন্ট্রোল রেজিষ্ট্রার চালু করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বাজেট কন্ট্রোল রেজিষ্ট্রার অনুসরণ করে প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার ও পরিমাণ নির্ণয় করা সহজতর হয়। আন্তঃখাত সমন্বয়, অর্থনৈতিক কোডের মধ্যে পুনঃউপযোজন, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন এবং পরবর্তী অর্থবছরে বাজেট প্রাক্কলন করার ক্ষেত্রে বাজেট কন্ট্রোল রেজিষ্ট্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।	অর্থব্যয়কারী সকল শাখা, অধিশাখা, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, নার্সিং প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, দপ্তর-সংস্থায় বাজেট কন্ট্রোল রেজিষ্ট্রার অবিলম্বে চালু করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকল
৯।	বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বিগত অর্থবছর ২০১৮-১৯ এ বিভাগের বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৫০৭০,৬৩,০০,০০০/- (পাঁচ হাজার সত্তর কোটি তেষট্টি লক্ষ) টাকা। তন্মধ্যে ৩৮৫৩,৬৭,৮৮/- (তিনহাজার আটশত তিপান্ন সাতষট্টি লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা ব্যয় হয় এবং বাস্তবায়নের হার ৭৬%। উন্নয়ন বাজেটের আওতায় অপারেশন প্ল্যানসমূহ/ প্রকল্পসমূহের নির্মাণ কাজসমূহ শুষ্ক মৌসমে (অক্টোবর-এপ্রিল) সম্পন্ন করতে হবে। বছরের শেষ কোয়ার্টারে তড়িঘড়ি করে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতার কারণে বাস্তবায়নের হার হ্রাস পেয়েছে বলে অনুমিত হয়। এছাড়া ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে অধিক পরিমাণ বিল দাখিল করায় আইবাস সিস্টেমে সকল বিল পাশ না হওয়া বাস্তবায়নের হার হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রথম তিন কোয়ার্টারে ৯০% ব্যয় করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বাজেট বাস্তবায়ন হার বৃদ্ধির জন্য অর্থবছরের শুরু থেকে তৎপরতা আরম্ভ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল
১০।	চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ম কোয়ার্টারের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি	চলতি অর্থবছর ২০১৯-২০ এ বিভাগের অনুকূলে ৫৭৮৭,৮৫,০০,০০০/- (পাঁচ হাজার সাতশত সাতাশি কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে ৩৪৫৭,৮৩,০০,০০০/- টাকা পরিচালন ব্যয় এবং ২৩৩০,০২,০০,০০০/- টাকা উন্নয়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত আছে। এ পর্যন্ত (২৭/১১/২০১৯) বাজেট বাস্তবায়নের হার ৩০%; সে অনুসারে বছরের শেষ প্রান্তে	বাজেট বাস্তবায়ন হার ও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের জন্য সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে চলতি অর্থবছরে ১ম অর্ধবার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ

		(৩০/০৬/২০২০) বাজেট বাস্তবায়নের প্রক্ষেপণ আনুপাতিক হারে ৭০ % হবে; যা কোনভাবেই কাম্য নয়। এ বিভাগের রাজস্ব খাতের প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ১০,৩৬,০০,০০০/- টাকা নির্ধারিত রয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত (২৭/১১/২০১৯) আদায় হয়েছে ২,৬০,৪৯,০০০/- টাকা। আদায়ের শতকরা হার ২৫.১৪%। সে অনুসারে বছরের শেষ প্রান্তে (৩০/০৬/২০২০) রাজস্ব আদায়ের প্রক্ষেপণ আনুপাতিক হারে ৬০ % হবে; যা কোনভাবেই কাম্য নয়।	জন্য জোর তৎপরতা চালাতে হবে।	ও সংশ্লিষ্ট সকল
১১	আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালন ও অনিয়ম প্রতিরোধ।	জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস-১৯৫১, ট্রেজারি রুলস এন্ড সাবসিডিয়ারী রুলস-১৯৪৪, সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল-২০০৬, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থানা আইন-২০০৯, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পন (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) -২০১৫, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা -২০০৮ প্রভৃতি আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সরকারি অর্থ ব্যয়ের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া অর্থ ব্যয়ে যাতে অনিয়ম সংঘটিত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকার জন্য জোর দেয়া হয়।	সরকারি অর্থ ব্যয় বিদ্যমান সকল সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান পালন করতে হবে। এছাড়া অর্থ ব্যয়ে যাতে কোন অনিয়ম সংঘটিত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ. কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল
১২।	রিপোর্ট রিটার্ণ দাখিল।	এ বিভাগ হতে অর্থ বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাজেট সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত চেয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দপ্তর-সংস্থা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুরোধ পত্র দেয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলম্বে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। এতে সময়মত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হয়না। ফলশ্রুতিতে দাপ্তরিক কাজে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি এবং অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। বাজেট সংক্রান্ত তথ্য সময়মতো ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য আহ্বান করা হয়।	দপ্তর-সংস্থা, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাজেট সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সময়মতো ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিপোর্ট রিটার্ণ প্রেরণের অনুশাসন দিতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ বাজেট অনুবিভাগ/ জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালকগণ/ পরিচালকবৃন্দ, কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকল
১২।	মেডিকেল কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দের বক্তব্য	(ক) অধ্যক্ষ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ-ঢাকা বলেন, ডেন্টাল কলেজের জমির প্রায় ৬.৪৮ কোটি টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তর বকেয়া পাবে বিধায় কলেজটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। বকেয়া পরিশোধের জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন। এছাড়া নবনির্মিত ১০তলা লেডিস হোস্টেল ভবনের ফার্ণিচার বাবদ অর্থ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানান। (খ) সকল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ	(ক) গণপূর্ত অধিদপ্তরের পাওনা টাকার মধ্যে সুদের পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক সুদ মওকুফের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে অনুরোধ পত্র দিতে হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ এবং অধ্যক্ষ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ।

		আর্থিক বিধিবিধান এর উপরে একটি প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	(খ) বাজেট অনুবিভাগ অফিস প্রধানদের নিয়ে বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত একটি প্রশিক্ষণ নিপোর্টে আয়োজন করবেন এবং বাজেট সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষণের জন্য আট বিভাগে ০৮ টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করবেন।	বাজেট অনুবিভাগ এবং অধ্যক্ষবৃন্দ।
		(গ) অধ্যক্ষ, খুলনা মেডিকেল কলেজ বাজেটে টেলিফোন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মোবাইল ফোন খাতে স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ জানান।	(গ) টেলিফোন নগদায়ন নীতিমালা ও সেলফোন ভাতা প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্ত হবেন। কোন খাতের অর্থ অন্য খাতে স্থানান্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), অধ্যক্ষ, খুলনা মেডিকেল কলেজ।
		(ঘ) বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ফার্ণিচার ও অন্যান্য জিনিসপত্রের বর্ধিত চাহিদার জন্য অনুরোধ করা হয়।	(ঘ) লাইন ডাইরেক্টর, চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং বরাদ্দের একটি কপি এ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগে প্রেরণ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), লাইন ডাইরেক্টর (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন), অধ্যক্ষবৃন্দ।
		(ঙ) অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ বলেন আউটসোর্সিং নিয়োগ এর জন্য বরাদ্দের প্রয়োজন।	(ঙ) অর্থ বিভাগের আউটসোর্সিং নিয়োগ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসরণপূর্বক চাহিদা প্রেরণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ।
		(চ) অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বলেন চলতি অর্থবছরের বাজেটে পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী কোডে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ কোডে বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। এ খাতে বরাদ্দের জন্য আবেদন জানান।	(চ) পুনঃউপযোজনের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ি সংশোধিত চাহিদা প্রেরণ করতে হবে।	সকল অধ্যক্ষবৃন্দ।
		(ছ) অধ্যক্ষ, সিলেট মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অনুরূপ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন।	(ছ) প্রযোজ্য নয়।	
		(জ) বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রচলিত আর্থিক নিয়মকানুন অনুসরণপূর্বক বিল পরিশোধের জন্য প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-কে জেলা ও উপজেলা	(জ) মাঠ পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাগণকে হালতক আর্থিক বিধি-বিধান মেনে বিল পাশ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

		হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। (ঝ) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসাবে বাজেট সংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)-কে মহাপরিচালক, ডিজিএনএম নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি সভায় গড় হাজির থাকেন।	(ঝ) পরিচালক (প্রশাসন), ডিজিএনএম সভায় অনুপস্থিতি থাকার ব্যাখ্যা তলব করতে হবে।	মহাপরিচালক, ডিজিএনএম, ঢাকা।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(শেখ ইউসুফ হারুন)
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৫৯.০০.০০০০.১৪৫.২০.০৪৮.২০১৮-৪৪০/১(১৫)

তারিখঃ ০৪ -১২-২০১৯ খ্রিঃ

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক, নিপোর্ট/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ জনসংখ্য পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ / বাজেট অনুবিভাগ /চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
৩। যুগ্মসচিব, নির্মান ও মেরামত/আর্থিক ব্যবস্থপনা ও অডিট,স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
৪। পরিচালক (অর্থ) , স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা / পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫। পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। উপসচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন/মেরামত শাখা/প্রশাসন-২ শাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
৭। উপসচিব, বাজেট-৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৮। লাইন ডাইরেক্টর, এমই-ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৯। অধ্যক্ষ ,---------- মেডিকেল কলেজ----------।
১০। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
১১। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিএজি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২। উপপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি, আগারগাও, ঢাকা।
১৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্যঅনুরোধ করা হলো)।
১৪। সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-১ শাখা , স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
১৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৪/১২/১৯

(শাহ আলম মুকুল)
উপসচিব